তারিখ . 27 MAR 2015 . ... ...
পৃষ্ঠা ..২০... কলাম...১. ......

যুগান্তর

# জাবিতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) আ ফ ম কামাল উদ্দিন হল ও মীর মশারফ হোসেন হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে মঙ্গলবার সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের উপতথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আবদুর রহিম জুয়েল আহত হন। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হয়।

মঙ্গলবার বিকাল ৪টার দিকে মীর মশারফ হোসেন হল ছাত্রলীগের

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

## সংঘর্ষ : নেতাকর্মীদের মধ্যে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেতাকর্মীরা রড, পাইপ, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে কামাল উদ্দিন হলের সামনের কবীর সরণিতে অবস্থান নেন। কামাল উদ্দিন হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরাও রড, পাইপ নিয়ে হলের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে একাধিকবার ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এর আগে দুপুরে কামাল উদ্দিন হলের আবাসিক ছাত্র ও ছাত্রলীগের উপঅর্থ সম্পাদক জুয়েল রানা এবং মীর মশারফ হোসেন হলের আবাসিক ছাত্র ও ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক সানোয়ার হোসেনের মধ্যে নতুন কলার সামনে বাকবিতণ্ডা হয়। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রহিম জুয়েল ও জুয়েল রানার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে কামাল উদ্দিন হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা আবদুর রহিম জুয়েলকে মারধর করেন। পরে মীর মশারফ হোসেন হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্রসহ কামাল উদ্দিন হলের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় জাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেলের হস্তক্ষেপে মীর মশারফ হোসেন হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কবীর সরণি থেকে সরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামের সামনে অবস্থান নেন। এদিকে মীর মশারফ হোসেন হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এক সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করেছেন। আবদুর রহিম জুয়েল বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই তারা আমাকে মারধর করেছে। জুয়েল রানা সাংবাদিকদের বলেন, আবদুর রহিম আমাদের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে তাই শাসন করেছি। জাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেল বলেন, ঘটনাটি সমাধানের জন্য আমরা আলোচনা করছি, দোষীদের অবশ্যই সাংগঠনিকভাবে শাস্তি দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তপন কুমার বলেন, এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

**একাডেমিক ভবন দখল :** জাবিতে ভবন ভাঙচুর করার ৩ দিন পর এবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবরুদ্ধ করে ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ভবন -এর তৃতীয় তলা দখল করেছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবরুদ্ধ করে। এ সময় তারা কাউকে ভবনে ঢুকতে দেননি। একপর্যায়ে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক তাদের ভবনে ঢুকতে চাইলে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের সামনেই পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করেন।